দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAY 2010 ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

বুয়েট ছাত্রের প্রাণ কেড়ে নিল ঘাতক বাস

গতকাল ইডেন কলেজের সামনে বুয়েট ছাত্র সম্রাট বাস চাপায় নিহত হলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঘাতক বাসটি ক্যাম্পাসে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া ছাত্ররা আরো ৫টি বাসে অগ্নিসংযোগ ও ১০/১২টি গাড়ি ভাংচুর করে -ফোকাস বাংলা

ক্যাম্পাস উত্তাল, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ

■ সাইদুর রহমান

নিহত খন্দকার খান জাহান সম্রাট

বৌদ্ধপূর্ণিমা ও সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করতে পারলেন না বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) যন্ত্রকৌশল বিভাগের মেধাবি ছাত্র খন্দকার খান জাহান সম্রাট (১৯)। তার আগেই উইনার পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো ভ-১১-২৬১৯) ঘাতকবাস কেড়ে নিল মেধাবি ছাত্রের প্রাণ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুরে বোনের বাসায় যাওয়ার পথে আজিমপুরে বাস চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সম্রাট। বাসচাপায় ছাত্রের মৃত্যুর খবরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বুয়েট সংলগ্ন পলাশীর পাঁচটি পয়েন্টে বাস, মিনিবাসসহ ২০ থেকে ২৫টি গাড়ি ভাংচুর করে। অগ্নিসংযোগ করেছে চারটি যাত্রীবাহী বাসে। ছাত্রদের বিক্ষোভে নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, আজিমপুর, লালবাগ, পলাশী এলাকা উত্তাল হয়ে উঠে। সহপাঠীদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠে।

নিহত ছাত্র সম্রাটের বড় বোন শান্তি আক্তার কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, দুইদিনের ছুটিতে এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৩

বুয়েট ছাত্রের প্রাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকালে তার বাসায় আসার কথা ছিল ভাইয়ের। সম্রাট আমার বাসায় রওনা দেয়ার উদ্দেশ্যে হল থেকে সাড়ে ৮টায় রিকশাযোগে আজিমপুরে বাস কাউন্টারে আসেন। এরপরই তাকে হতে হলো লাশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিকশাটি কাউন্টারে আসার পরপরই পেছন থেকে দ্রুতগামী উইনার পরিবহনের বাসটি ধাক্কা দিলে সম্রাট ছিটকে পড়েন। এ সময়ে বাসটির চাকায় তার মাথা পিষ্ট হয়ে যায়। বাস সম্রাটকে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই সম্রাটের মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় ইডেন কলেজের স্টাফ সুরেশ তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ৮টা ৪০ মিনিটে সেখানে পৌছার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খন্দকার খান জাহান সম্রাট ২০০৯-২০১০ সেশনে বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে একমাত্র ছেলে ছিলেন সম্রাট। তাই তিন বোনের কাছে অত্যন্ত আদরের ভাই ছিলেন তিনি। এসএসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে সবার চোখে এক নতুন স্বপ্ন তৈরী করেন তিনি। এ স্বপ্ন যাত্রার আরও একধাপ এগিয়ে যায় বুয়েটে ভর্তি হয়ে। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনেই বুয়েটে পড়ার স্মৃতি নিয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হলো সম্রাটের। গত ২২ মে থেকে তার ক্লাস শুরু হয়েছিল। গত ২৫ মে রাতে বাবাকে নিয়ে বুয়েটের আহসানউল্লা হলের ১৩৪নং কক্ষে উঠেন তিনি। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল তিনি বড় প্রকৌশলী হবেন। আর একমাত্র ছেলের এ ইচ্ছা পূরণে প্রচেষ্টার কমতি ছিল না বাবার। ছেলের জন্য কিনে নিয়ে যান টেবিল ফ্যান। কিনে দেন বিছানা, চাদর ও বেশকিছু বই-খাতা। কক্ষে সবই আছে, নেই সম্রাট। রুম-মেটরা সম্রাটের জন্য অপেক্ষায়। এ অপেক্ষার প্রহর অসীম করে দিল ঘাতক বাস। ইলেকট্রিক্যালের ছাত্র স্বাগত ও যন্ত্রকৌশলের নাফাস মিলে থাকতেন কক্ষটিতে। এর আগে তিনি হলের তিনতলায় থাকতেন।

খুলনার সিটি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলেন সম্রাট। তার বাবা খন্দকার শাহ আলম একজন সরকারি কর্মকর্তা (সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, খুলনা)। বাবার চাকরির কারণে খুলনায় পরিবারসহ সম্রাটরা ১২/১, মুসলমান পাড়া রোডের রায়হান মঞ্জিলে বসবাস করেন। তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের সদর থানার নিজড়াবট এলাকায়।

সম্রাট সম্পর্কে তার বিভাগের শিক্ষকরা জানান, বিভাগের নবীন বরণের সময়ে তার সাথে দেখা হয়েছিল। তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি থাকবে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ

সম্রাটের মৃত্যুর খবর সাড়ে ১০টার দিকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ৫ শতাধিক বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ভাংচুর শুরু করলে পলাশী থেকে আজিমপুর-নীলক্ষেত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের সড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। সাড়ে ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ছাত্ররা দফায় দফায় ভাংচুর চালায়। এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে ভাংচুরে যোগ দেন পথচারী ও ফুটপাতের দোকানীরাও। আজিমপুর, ইডেন কলেজ ও নীলক্ষেত মোড়ের বাস কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ১৫/১৬টি বাস ভাংচুর করে শিক্ষার্থীরা। সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্ররা পলাশী মোড়ে উইনারের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। পৌনে ১টার দিকে ছাত্ররা আজিমপুর বাসস্টান্ডে বিকল্প পরিবহন ও মিরপুর লিংকে আগুন ধরিয়ে দেয়। একই সময়ে ছাত্ররা ইডেন কলেজের সামনে আরেকটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্ররা দক্ষিণ নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায় ঢাকা মেট্রো-জ-১৪-২৫৮০ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের সামনে বেভকো ঢাকা মেট্রো-১১-২২১৭ প্রাইভেট গাড়ী ভাংচুর করে। এছাড়াও পলাশী, আজিমপুর, নীলক্ষেত এলাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গাড়ী ভাংচুর চালায়। সড়কগুলোতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে এ যানজট।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বুয়েট এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলেও এক সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে দ্বিতীয় দফা যানবাহন ভাংচুর করে। পরে তিন দফা দাবি জানিয়ে বেলা ৩টার দিকে ছাত্ররা হলে ফেরে।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হচ্ছে উইনার পরিবহনের ওই বাসটির লাইসেন্স বাতিল, নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ক্যাম্পাস এলাকায় সব ধরনের ভারী যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা এ দাবিতে শনিবার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করবেন।

লালবাগ থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) সাইদ ইবনে সিদ্দিক সাংবাদিকদের জানান, উইনার পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সম্রাটকে চাপা দেয়। বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়েছে। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

দুপুরে যোহরের নামাজের পর বুয়েট মসজিদে সম্রাটের জানাজা হয়। এ সময় ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। নামাজে জানাজা শেষে তার লাশ দাফনের জন্য বুয়েটের একটি এ্যাম্বুলেন্সে বেলা আড়াইটার দিকে গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জে পাঠানো হয়। আত্মীয়-স্বজন লাশ নিয়ে গেলেও বুয়েট কর্তৃপক্ষের কেউ সম্রাটের মরদেহের সাথে যায়নি।

লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী জানান, পুলিশ বাদি হয়ে চালক ও হেলপারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। পুলিশের একটি বিশেষ টিম তাদের ধরতে মাঠে নেমেছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম সফিউল্লাহ বলেন, একটি মেধাবী প্রাণ ঝরে গেল। দুর্ঘটনায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হলে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। ক্ষতিপূরণের দিকটি বিবেচনায় আনা হবে।

মোহাম্মদপুরে বাস চাপায় শিশুর মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বছিলা সেতুর নিকট সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশু মারা গেছে। পুলিশ জানায়, শিশুটির নাম আরিফ (৭)। সে সেতুসংলগ্ন বস্তিতে তার নানীর সঙ্গে বসবাস করত। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বছিলা সেতুসংলগ্ন রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। তার বাবা মরহুম ইউনুস আলী।

মোহাম্মদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, আরিফের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বুয়েটের কর্মসূচি

ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃপক্ষ দুইদিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নিরাপদ সড়কের দাবিতে শনিবার দুপুর ১টায় মানববন্ধন ও সোমবার বাদ আছর বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বুয়েট জনসংযোগ দপ্তর থেকে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়।